

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah (IOM)



Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিস

রিসার্চের বিষয়: ইসলামিক দেশসমূহে সুদ বিবর্জনে মুদ্রাব্যবস্থার ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নে:

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (আইওএম)

জমা দিয়েছেন:

মোঃ সজিব মিল্কী

রোলঃ ২৩০৯০১১০২৯৯

তারিখঃ ২০ নভেম্বর ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah (IOM)



Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিস

রিসার্চের বিষয়: ইসলামিক দেশসমূহে সুদ বিবর্জনে মুদ্রাব্যবস্থার ভূমিকা

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি
আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

দ্ব্যন্তাবধায়নে:

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (আইওএম)

জমা দিয়েছেন:

মোঃ সজিব মিল্কী

রোলঃ ২৩০৯০১১০২৯৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah (IOM)

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিস

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ইসলামিক দেশসমূহে সুদ বিবর্জনে মুদ্রাব্যবস্থার ভূমিকা” বিষয়ক থিসিসটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিস ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ সজিব মিল্কী, রোলঃ ২৩০৯০১১০২৯৯ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নে:

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (আইওএম)

(স্বাক্ষর)

জমা দিয়েছেন:

মোঃ সজিব মিল্কী

রোলঃ ২৩০৯০১১০২৯৯

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ইসলামিক দেশসমূহে সুদ বিবর্জনে মুদ্রাব্যবস্থার ভূমিকা” শিরোনামে এই থিসিস রিপোর্টটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য থিসিসটি সম্পন্ন কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন থিসিস রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

মোঃ সজিব মিল্কী

রোলঃ ২৩০৯০১১০২৯৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিস,
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ ২০ নভেম্বর ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সারাংশ	৮
অধ্যায় ১: ভূমিকা	৯
অধ্যায় ২: প্রেক্ষাপট	১২
অধ্যায় ৩: গবেষণার মেথোডলোজি	২০
৩.১ দেশ নির্বাচন	২০
৩.২ তথ্য সংগ্রহ	২০
৩.৩ তথ্য বিশ্লেষণ	২১
৩.৩.১ ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে সম্পর্ক	২২
৩.৩.২ ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে সম্পর্ক	২৩
৩.৩.৩ DMAIC পদ্ধতি	২৬
অধ্যায় ৪: ফলাফল	৩০
অধ্যায় ৫: আলোচনা	৩১
অধ্যায় ৬: উপসংহার	৩২
তথ্যসূত্র	৩৩
পরিশিষ্ট ক: ডেটাসেট	৩৫

চিত্রের তালিকা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
চিত্র – ১	২০
চিত্র – ২	২২
চিত্র – ৩	২৩
চিত্র – ৪	২৭

সারণির তালিকা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সারণি – ১	১৩
সারণি – ২	২১
সারণি – ৩	২৩
সারণি – ৪	২৫
সারণি – ৫	২৭

ইসলামিক দেশসমূহে সুদ বিবর্জনে মুদ্রাব্যবস্থার ভূমিকা

সারাংশ

প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার প্রতিটি ধাপে সুদ জড়িত। ইসলামী ব্যাংক গড়ে তোলার মাধ্যমে এটিকে মাধ্যমিক স্তর থেকে নির্মূল করা যেতে পারে। কিন্তু, অর্থের যাত্রা সুদের মাধ্যমে শুরু হয়। ফলস্বরূপ, মুদ্রাস্ফীতি প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। আমাদের উদ্দেশ্য হল ইসলামী দেশগুলিতে (বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং কাতার) ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা করা এবং একটি বিকল্প মুদ্রানীতির পরামর্শ দেওয়া। আমরা সম্পর্কটি পরীক্ষা করার জন্য পিয়ারসন কোরিলেশন সহগ ব্যবহার করেছি এবং বিকল্প মুদ্রানীতির পরামর্শ দেওয়ার জন্য লিন সিগমা DMAIC পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। গবেষণার ফলস্বরূপ, আমরা দেখতে পেয়েছি যে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং কাতারের মতো দেশে ইসলামিক ব্যাংকের সংখ্যার মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে দুর্বল নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং মডেলগুলি কার্যকরভাবে মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে পারে না। অতএব, আমরা DMAIC পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি বিকল্প ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রস্তাব করছি যা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি ব্যাপক পদ্ধতি হিসাবে ইসলামী নেতৃত্ব, ঐক্য, ন্যায়বিচার, বাস্তব সম্পদের রিজার্ভ, সুদমুক্ত কার্যক্রম, স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সম্পদ-সমর্থিত মুদ্রা, অর্থনৈতিক শিক্ষা, অপচয় প্রতিরোধ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় শিল্প প্রচার, উদ্ভাবন, আইনি সংস্কার, টেকসই উন্নয়ন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উপর জোর দেয়। এই ফলাফলগুলি মুসলিম দেশগুলির ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিতে নীতিনির্ধারকদের নির্দেশনা দেয়।

কীওয়ার্ড: ফিয়াট মুদ্রা, সুদ এবং মুদ্রাস্ফীতি, DMAIC, PESTEL, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, কাতার

অধ্যায় ১: ভূমিকা

ইসলামিক পরিভাষায় সুদকে (ربا) ‘রিবা’ বলা হয়। রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বৃদ্ধি, আধিক্য, বাড়া, স্থিতি প্রভৃতি যা মূল ধাতু ‘ر ب و’ থেকে উৎপত্ত। ফিকহের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা হল,

“هو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.”

“অর্থাৎ, একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসের পরস্পর আদান-প্রদান করার সময় একজনের অপরজনের নিকট এমন বেশী নেওয়া যাতে এ বেশী অংশের বিনিময়ে কোন জিনিস থাকে না। (আল-দীন আতিয়াহ, ১৯৮৬)

ফতোয়া আলামগীরীতে সুদের নিম্নরূপ সংজ্ঞা করা হয়েছে;

“الربا عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة ما بمال.”

“অর্থাৎ, এক মালের বদলে অন্য মালের আদান-প্রদানকালে সেই অতিরিক্ত (নেওয়া) মালকে সুদ বলা হয়; যার কোন বিনিময়ে থাকে না।” (আওরঙ্গজেব, ১৯৮৬, পৃ. ২৯)

হেদায়াতে সুদের সংজ্ঞা এইভাবে করা হয়েছে;

“الربا هو الفض المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي من عوض شرط فيه.”

“অর্থাৎ, লেন-দেন করার সময় সেই অতিরিক্ত মালকে সুদ বলা হয়; যা কোন একপক্ষ শর্ত অনুসারে কোন বিনিময় ছাড়াই লাভ করে থাকে।” (মারগিনানী, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪)

অর্থাৎ বোঝা যায় যে মূলধনের উপর যে অতিরিক্ত অংশ সময়ের বিনিময়ে গ্রহণ বা প্রদান করা হয়, সেটিই সুদ হিসেবে গণ্য হয়। তাই সুদের সংজ্ঞা এমনভাবে বলা যায় — “ঋণ দেওয়া মূল টাকার তুলনায় সময়ের কারণে শর্তসাপেক্ষে যে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাকে সুদ বলে।”

অক্সফোর্ড ডিকসনারী অনুযায়ী,

“In finance and economics, interest is payment from a debtor or deposit-taking financial institution to a lender or depositor of an amount above repayment of the principal sum (that is, the amount borrowed), at a particular rate.” (Oxford University Press, 2017)

“অর্থাৎ, অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থায়, সুদ হলো—একটি নির্দিষ্ট হারে ঋণগ্রহীতা বা আমানত গ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণদাতা বা আমানতকারীর কাছে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ, যা মূল ঋণ (অর্থাৎ ধার করা অর্থ) ফেরতের অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করা হয়।”

প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা মানব সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে কারাবদ্ধ করে রেখেছে। প্রচলিত মুদ্রাসমূহের নিজস্ব কোন মূল্যমান নেই অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ যে মূল্যমান নির্ধারণ করে দেয় তাই ঐ মুদ্রার মূল্য দাড়ায়। ফলে এক দেশের মুদ্রা অন্যদেশে কিছু মূল্যহীন কাগজ মাত্র। পক্ষান্তরে অতীত মুদ্রাসমূহের নিজস্ব মূল্যমান বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ ধাতব মুদ্রাসমূহ (স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি)। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো মার্কিন ডলার। কাগজে মুদ্রা হওয়া শর্তেও মার্কিন ডলার সর্বজন স্বীকৃত মুদ্রা। গত শতাব্দীতেও এই মার্কিন ডলার নামক কাগজে মুদ্রা ছাপানোর জন্য সমমূল্যের স্বর্ণ সংরক্ষণ করতে হতো যা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে পরিচিত। কিন্তু ১৯৭১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন মার্কিন ডলারের স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্যতা বাতিল করেন (নিক্সন সঙ্ক), যার ফলে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের ডলার ছাপানোর জন্য এখন স্বর্ণ সংরক্ষণ করতে হয় না। (পাটোয়ারী, ২০২২) যদিও মার্কিন ডলারের এখন কোন নিজস্ব মূল্যমান নেই তথাপি বাকি সকল দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য এই মুদ্রা সংরক্ষণ করতে হয়। ফলশ্রুতিতে সমগ্র মানবজাতি এই মার্কিন ডলার নামক হাতিয়ারের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্ব বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ধর্মীয়, ভৌগোলিক বা অন্যান্য পরিচয় নির্বিশেষে প্রতিটি দেশকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য মার্কিন ডলার ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। যদি কোনো দেশ তাদের মতের বিপরীতে অবস্থান নেয়, তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাংক এবং অনুরূপ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সে দেশের সকল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং বিশেষভাবে মুসলিম দেশগুলোর প্রতিও এই নীতি প্রয়োগ করেছে। অতএব, বর্তমান মুদ্রা নীতি এক ধরনের অস্ত্র, যা পরমাণু বোমার চেয়েও শক্তিশালী। (পাটোয়ারী, ২০২২)

সাহিত্যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্ক, হাতিয়ার ও নীতি, অবদান, মুদ্রাস্থিতির সাথে সম্পর্ক এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী দেশগুলিতে সুদ নির্মূলে মুদ্রা ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে খুব কম কাজ করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন

গবেষণা প্রশ্নটি হল "ইসলামী দেশগুলিতে সুদ নির্মূলে মুদ্রা ব্যবস্থার ভূমিকা কী?"

গবেষণা হাইপোথেসিস

যদি সঠিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ইসলামী দেশগুলির অর্থনীতিতে মুদ্রাস্থিতি নির্মূল হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য হল:

১. ইসলামী দেশগুলিতে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা করা।
২. DMAIC পদ্ধতি ব্যবহার করে বিকল্প মুদ্রা ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া।

বাকি কাজটি নিম্নরূপে সাজানো হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা হবে। তারপর, গবেষণার মেথোডলোজি তৈরি করা হবে এবং কেস স্টাডি করা হবে। এরপর ফলাফল উপস্থাপন এবং আলোচনা করা হবে। অবশেষে, গবেষণাটি শেষ করা হবে।

অধ্যায় ২: প্রেক্ষাপট

অনেক গবেষক ইসলামী মুদ্রানীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক অধ্যয়ন করেছেন। যদিও প্রতিটি গবেষণায় সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরামিতি বিবেচনা করা হয়েছে, তবুও তারা সকলেই ইসলামী মুদ্রানীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সুলিস্তো, ডি. ডব্লিউ. (২০২৫) তারল্য, মূল্য, বেকারত্ব এবং ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বন্টন বিবেচনা করেছেন। বাইতা, এ. জে. প্রমুখ (২০২৫) ঋণ ঝুঁকি এবং মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলি (প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বাণিজ্য উন্মুক্ততা) বিবেচনা করেছেন। ফারাহ, এ. এ. (২০২৫) অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বিবেচনা করেছেন (ওমর, বি. প্রমুখ, ২০২৫); বিশেষ করে সংকটের সময়। বাসরি, আই. আই. (২০২৫) ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (এমএসএমই) ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অবদান পরীক্ষা করেছেন। ফিত্রি, এ. এবং বেগ, আই. এইচ. (২০২১)ও ইতিবাচক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। অতএব, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ইসলামী মুদ্রানীতির দৃঢ় ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

বিভিন্ন ব্যাংকিং বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, মেহমুদ, কে., লেস, এন., এবং ওগানিসজানা, কে. (২০২৫) তাদের মধ্যে নয়টি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। ফারহাত এ. এট আল. (২০২৫) রিপোর্ট করেছেন যে ইসলামী অর্থব্যবস্থা শক্তিশালী স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে, এর নৈতিক ভিত্তি এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার সময় বিনিয়োগ রক্ষা করার ক্ষমতার উপর জোর দেয়।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোসওয়ারা, এ. (২০২৪) বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জনপ্রিয়তার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন প্রবণতা খুঁজে পেয়েছিলেন। বিদ্যমান নীতি এবং সরঞ্জামগুলির মূল্যায়ন করে, ওরহান, জেড. এইচ. এট. আল. (২০২৪) অন্যান্য দেশের জন্য সরঞ্জামগুলির পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ইসলামী ব্যাংকিং এবং মুদ্রাস্ফীতির হার কি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত? যেহেতু ইসলামী ব্যাংকিং সুদ ছাড়াই পরিচালিত হওয়া উচিত, তাই মুদ্রাস্ফীতি হওয়া উচিত নয়? কিন্তু স্যাভন, জেড. (২০২৫) তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক খুঁজে পাননি। কেন এই বৈপরীত্য? লেখক সংরক্ষিত মুদ্রা বিবেচনা করেননি। যেহেতু মার্কিন ডলারেই মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে, তাই অন্যান্য মুদ্রানীতিতেও মুদ্রাস্ফীতি থাকবে, তা সে ইসলামী বা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাই হোক না কেন। প্রেক্ষাপটের সারসংক্ষেপ **সারণি ১** এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১: প্রেক্ষাপটের সারসংক্ষেপ

ক্র.	রেফারেন্স	সাল	শিরোনাম	জার্নাল	মূল অনুসন্ধান
১	রমাধান, আর. এ. প্রমুখ, ২০২৫	২০২ ৫	ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী মুদ্রানীতির ভূমিকা: একটি পদ্ধতিগত সাহিত্য পর্যালোচনা	জার্নাল অব ইসলামিক ইকোনমিক্স, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস (JIEMB)	পদ্ধতিগত সাহিত্য পর্যালোচনা (SLR) পদ্ধতি ব্যবহার করে ইসলামী মুদ্রানীতি এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের (ন্যায়বিচার, সমতা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জাতীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্য) মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা করুন। ওয়াশিংটন পোস্ট ইন্দোনেশিয়া সার্টিফিকেট (SWBI) এবং আন্তঃব্যাংক মুদারাবাহ বিনিয়োগ সার্টিফিকেট (IMA) এর মতো ইসলামী মুদ্রানীতি ইন্দোনেশিয়ায় তারল্য ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করে, দাম স্থিতিশীল করে, বেকারত্ব হ্রাস করে এবং ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বন্টন প্রচার করে।
২	ওরহান, জে. এইচ. প্রমুখ, ২০২৩	২০২ ৩	সুদবিহীন মুদ্রানীতি সরঞ্জামের মূল্যায়ন ও নতুন প্রস্তাব	কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ ইন ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটস	মালয়েশিয়া, পাকিস্তান এবং বাহরাইনের মতো প্রধান ইসলামী আর্থিক কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যমান সুদমুক্ত মুদ্রানীতির সরঞ্জামগুলি মূল্যায়ন করা এবং সাহিত্য পর্যালোচনা, তুলনা, মূল্যায়ন এবং নকশার উপর ভিত্তি করে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তুরস্কের মুদ্রানীতির সরঞ্জামগুলি কীভাবে অন্যান্য দেশে ব্যবহার করা যেতে পারে তার পরামর্শ দেওয়া।

					সরকারি বিনিয়োগ সার্টিফিকেটগুলিকে সুদমুক্ত মুদ্রানীতির সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি প্রকৃত মুদারাবাহ আন্তঃব্যাংক বিনিয়োগও ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনও অভ্যাসগত উপহার ছাড়াই ওয়াদিয়া গ্রহণও ব্যবহার করা যেতে পারে এবং শরিয়াহ উদ্বেগের কারণে তুরস্কে তাওয়াররুক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোটগুলি পছন্দনীয় নয়।
৩	সাভন, জেড., ২০২৫	২০২৫	ইসলামী ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিং ও মুদ্রাস্ফীতি	ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইনোভেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডিজ	উন্নত পরিসংখ্যানগত কৌশল ব্যবহার করে দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বারোটি দেশে মুদ্রাস্ফীতির হারের উপর ইসলামী ব্যাংক অর্থায়নের প্রভাবের বিস্তৃত বিশ্লেষণ, বিশেষ করে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত সাধারণ ন্যূনতম স্কোয়ার (FMOLS)। বারোটি দেশে পরীক্ষিত দেশগুলিতে ইসলামী অর্থায়ন মুদ্রাস্ফীতির হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে না।
৪	বায়ত, এ. জে., ২০২৪	২০২৪	ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক উন্নয়ন	ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফিন্যান্স	হেটেরোসেডাস্টিক প্যানেল সংশোধন করা স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি (HPCSE) রিগ্রেশন মডেল ব্যবহার করে ইসলামী অর্থায়নের পরিপক্ক অনুশীলনের দেশগুলিতে আর্থিক

					উন্নয়নের উপর ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছে। ইরান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, তুরস্ক, বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাংকিং বৈশিষ্ট্য (ঋণ ঝুঁকি এবং মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত) এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলি (প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বাণিজ্য উন্মুক্ততা) নিয়ন্ত্রণের পরে ইসলামী ব্যাংকগুলি আর্থিক উন্নয়নের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।
৫	ফারাহ, এ. এ., ২০২৫	২০২ ৫	ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব	কগেন্ট ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফিন্যান্স	পদ্ধতিগত সাহিত্য পর্যালোচনা ব্যবহার করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রভাব পরীক্ষা করুন। ইসলামী ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার, অর্থনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস করার এবং বিশেষ করে সংকটের সময় আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা তুলে ধরে।

৬	বাসরি, ই. আই., ২০২৫	২০২ ৫	ইসলামী ব্যাংকিং ও মুসলিম অর্থনীতির উন্নয়ন	জার্নাল অব ইসলামিক বিজনেস ইকোনমিক্স অ্যান্ড শরিয়া টুরিজম	ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উন্নয়ন এবং মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) খাতকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এর অবদান পরীক্ষা করা, গুণগত সাহিত্য অধ্যয়ন ব্যবহার করে। ইন্দোনেশিয়ায় জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক কল্যাণের সুসম বন্টন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিংকে শক্তিশালী করা একটি মূল উপাদান।
৭	সালিম, এ. প্রমুখ, ২০২১	২০২১	টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	সাসটেইনেবিলিটি	ইসলামী আর্থিক খাতের (ইসলামী ঋণ এবং ইসলামী ইকুইটি বাজার) মধ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক এবং অটোরিগ্রেসিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ ল্যাগ (ARDL) এবং ত্রুটি সংশোধন পদ্ধতি (ECM) ব্যবহার করে বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দুটি অর্থনীতির টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরীক্ষা করা। ইসলামী ব্যাংকিং খাত উভয় দেশে (পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়া) টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

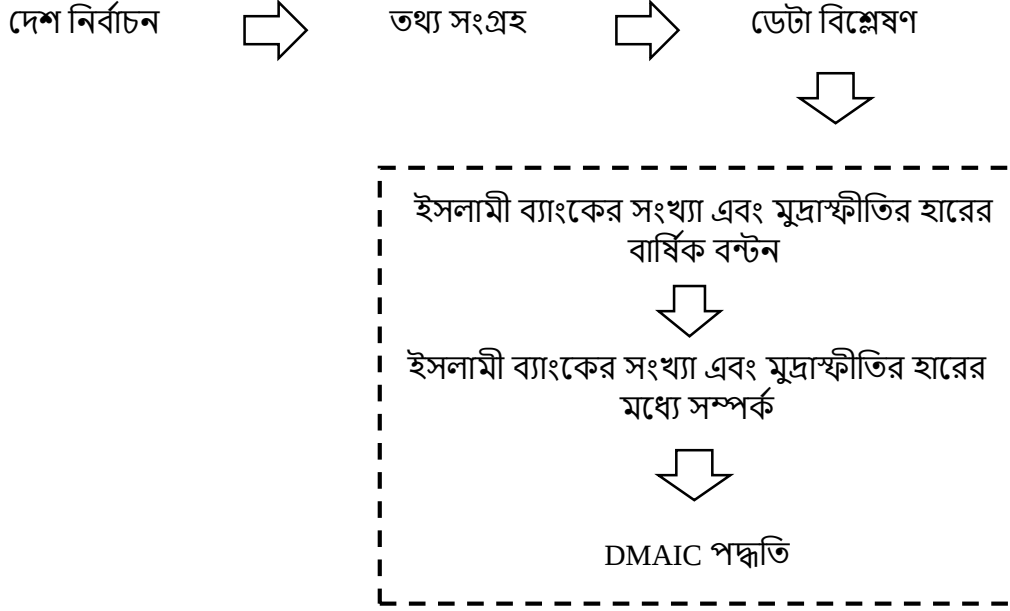
৮	ওমর, বি. প্রমুখ, ২০২৫	২০২ ৫	ইসলামী ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিংয়ের আর্থিক স্থিতিশীলতা	জার্নাল অব ইসলামিক বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট	পদ্ধতিগত পর্যালোচনা ব্যবহার করে আর্থিক স্থিতিশীলতায় ইসলামী অর্থায়নের অবদান পুনর্মূল্যায়ন করা। ইসলামী ব্যাংকগুলি স্থিতিস্থাপক সত্তা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংকটের সময়কালে।
৯	মাহমুদ, কে. প্রমুখ, ২০২৫	২০২ ৫	ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রমিক তুলনা	ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স রিসার্চ	ইসলামিক ব্যাংকিং (IB) এবং প্রচলিত ব্যাংকিং (CB) এর কার্যক্রম নীতিগুলি অন্বেষণ এবং তুলনা করা, যাতে IB সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বোঝাপড়া আরও গভীর করা যায়, যার আরও লক্ষ্য হল পদ্ধতিগত সাহিত্য পর্যালোচনা ব্যবহার করে লাটভিয়ায় যৌথ IB এবং CB পণ্যগুলির উন্নয়নের জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করা। লাটভিয়ায় চারটি মূল সাদৃশ্য এবং নয়টি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেছে।
১০	বাইগ, আই. এইচ., ২০২১	২০২১	ইসলামী ব্যাংকিং গ্রহণের প্রভাব	রিসার্চ ইন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড ফিন্যান্স	সিস্টেটিক কন্ট্রোল মেথড (SCM) ব্যবহার করে আধা-পরীক্ষামূলক গবেষণা নকশা ব্যবহার করে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর ইসলামী ব্যাংকিং গ্রহণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পরীক্ষা করা। দশক-পরবর্তী সময়ে নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীর (৫১টি দেশ) তুলনায়

					ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভিন্নভাবে অবদান রেখেছে।
১১	ফারহাত, এ., ২০২৫	২০২ ৫	সঙ্কটকালে ইসলামী ফাইন্যান্সের কর্মক্ষমতা	জার্নাল অব কিং আব্দুলআজিজ ইউনিভার্সিটি: ইসলামিক ইকোনমিক্স	পদ্ধতিগত সাহিত্য পর্যালোচনা ব্যবহার করে ইসলামী অর্থব্যবস্থা, ঝুঁকি-বণ্টন, ঋণের নিম্ন স্তর এবং সম্পদ-সমর্থিত বৈশিষ্ট্য সহ, সংকটের সময় প্রচলিত অর্থব্যবস্থার একটি কার্যকর বিকল্প প্রস্তাব করে এই দাবির মূল্যায়ন করে। প্রমাণগুলি ইসলামী অর্থব্যবস্থার দৃঢ়তাকে সমর্থন করে, এর নৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনৈতিক ধাক্কার সময় বিনিয়োগ রক্ষা করার ক্ষমতা তুলে ধরে।
১২	ফিত্রি, এ., ২০২৫	২০২ ৫	ইসলামী মুদ্রানীতি (২০১৯–২০২৪) মূল্যায়ন	ইকোপ্ল্যান	গুণগত পদ্ধতি এবং সাক্ষাৎকার ব্যবহার করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী উপকরণগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। সুদ এবং ফটকা নিষিদ্ধ করে এমন ইসলামী মুদ্রা নীতি ইন্দোনেশিয়ার প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় আরও টেকসই বিকল্প প্রদান করে।

১৩	কোসওয়ারা, এ., ২০২৪	২০২৪	ইসলামী ফাইন্যান্স প্রবণতা পূর্বাভাস	জার্নাল অব শরিয়া ইকোনমিক্স, ব্যাংকিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং	বৃহৎ তথ্য বিশ্লেষণ এবং নিউরালপ্রফেট মডেল ব্যবহার করে ইসলামী ব্যাংকিং এবং অর্থায়নে বিশ্বব্যাপী জনস্বার্থের প্রবণতা পূর্বাভাস দেওয়া। পূর্বাভাস বিভিন্ন প্রবণতা প্রকাশ করে: তাকাফুল সর্বোচ্চ পূর্বাভাসিত সুদ (85.6) দেখায় যেখানে শক্তিশালী মৌসুমী ওঠানামা রয়েছে, ইসলামী অর্থায়ন এবং হালাল বিনিয়োগ মাঝারি মৌসুমীতার সাথে স্থির প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করে, যেখানে সুকুক এবং ইসলামী ব্যাংকিং অনিয়মিত, ইভেন্ট-চালিত ধরণ প্রদর্শন করে। MAE (0.41–5.03), RMSE (0.49–6.95), এবং R^2 (0.16–0.67) এর মাধ্যমে মডেল মূল্যায়ন ভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নির্ভুলতা প্রতিফলিত করে, স্থিতিশীল খাত বনাম আরও অস্থির বাজারগুলিকে হাইলাইট করে।
----	---------------------	------	-------------------------------------	--	---

অধ্যায় ৩: গবেষণার মেথোডলোজি

গবেষণার পদ্ধতি চিত্র ১-এ দেখানো হয়েছে। প্রথমে, অধ্যয়নের দেশগুলির অবস্থান নির্বাচন করা হবে। তারপর, বৈধ সংগ্রহস্থল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। অবশেষে, তথ্যগুলি তিনটি ধাপে বিশ্লেষণ করা হবে: স্থানীয় মুদ্রা এবং মার্কিন ডলারের মুদ্রাস্ফীতির হার গণনা এবং PESTEL কাঠামো বাস্তবায়ন।



চিত্র ১: গবেষণা পদ্ধতি

৩.১ দেশ নির্বাচন

আমরা তিনটি মুসলিম দেশের মুদ্রা বিবেচনা করেছি। সেগুলো হল বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং কাতার। ক্রমবর্ধমান ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আমরা এই দেশগুলিকে নির্বাচন করেছি।

৩.২ তথ্য সংগ্রহ

এই গবেষণার জন্য গৌণ তথ্য বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন সূচক (WDI) ডাটাবেস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যা দেশের সরকারী উৎস, জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস এবং/অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক, OECD এবং বিশ্বব্যাংকের কর্মীদের অনুমান থেকে পরিসংখ্যান সংকলন করে। এই সংগ্রহস্থলে, "মুদ্রাস্ফীতি, ভোক্তা মূল্য (বার্ষিক %)" (কোড: FP.CPI.TOTL.ZG) সূচক ব্যবহার করে ভোক্তা মূল্য সূচক দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হয়, যা পণ্য ও পরিষেবার একটি ব্লাডি অর্জনের গড় ভোক্তার ব্যয়ের বার্ষিক শতাংশ পরিবর্তন প্রতিফলিত করে।

দেশ এবং বছর অনুসারে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যার তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিবেদন, ইসলামী অর্থ শিল্প ডাটাবেস এবং ড্যাশবোর্ড (উদাহরণস্বরূপ, নিয়ন্ত্রক এবং মান-নির্ধারক সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত ইসলামিক ব্যাংকিং ডেটা ফাইল), এবং বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, কাতার এবং অন্যান্য এখতিয়ারে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উন্নয়নের উপর একাডেমিক এবং শিল্প গবেষণার সংমিশ্রণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। ডেটাসেটের নমুনা সারণি ২-এ দেখানো হয়েছে এবং পুরো ডেটাসেটটি পরিশিষ্ট ক-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২: ডেটাসেটের নমুনা

Year	Country	No. of Islamic Banks	Inflation Rate (%)
1983	Bangladesh	1	8.49
1984	Bangladesh	1	7.88
1985	Bangladesh	1	18.5
1986	Bangladesh	1	8.25
1987	Bangladesh	2	10.65
1988	Bangladesh	2	9.51
1989	Bangladesh	2	6.62
1990	Bangladesh	2	6.67
1991	Bangladesh	3	8.75
1992	Bangladesh	3	4.7

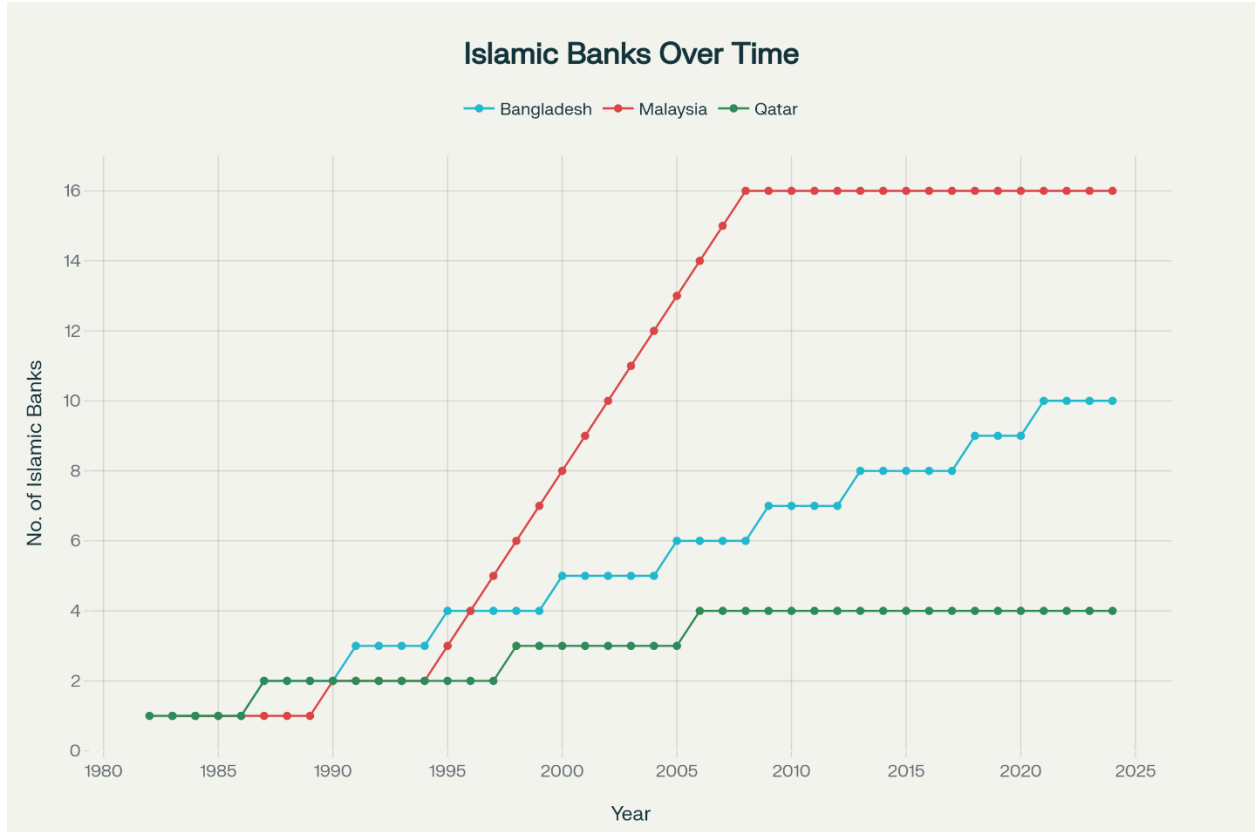
৩.৩ তথ্য বিশ্লেষণ

আমরা তিনটি ধাপে তথ্য বিশ্লেষণ করেছি। প্রথমে, আমরা দেশগুলিতে ইসলামিক ব্যাংকের সংখ্যার বন্টন পরিকল্পনা করেছি। তারপর, আমরা বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হারের বন্টন পরিকল্পনা করেছি। অবশেষে, DMAIC পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৩.১ ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে সম্পর্ক

বার্ষিক ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যার বন্টন

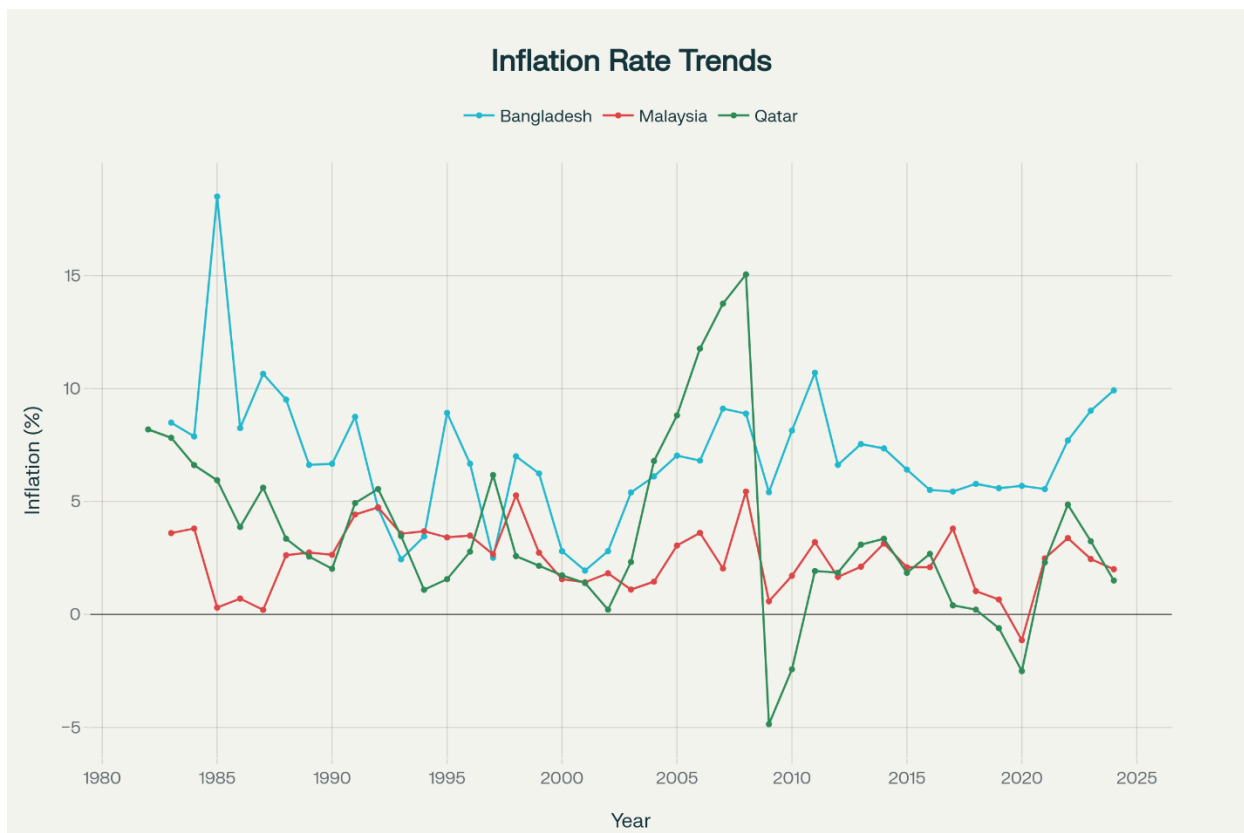
চিত্র ২, ১৯৮২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশগুলিতে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যার বন্টনকে প্রতিনিধিত্ব করে। সকল দেশের জন্য ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হার মালয়েশিয়ার এবং সর্বনিম্ন কাতারের। ২০০৮ সালের পর, মালয়েশিয়া এবং কাতারের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা স্থিতিশীল। তবে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখনও প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রয়েছে।



চিত্র ২: মুদ্রাস্ফীতির হারের বন্টন

বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হারের বন্টন

চিত্র ৩-এ ১৯৮২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশগুলির জন্য মুদ্রাস্ফীতির হারের বার্ষিক বন্টন দেখানো হয়েছে। তিনটি দেশের জন্যই এলোমেলোভাবে তারতম্য রয়েছে। এর মধ্যে, মালয়েশিয়ার মুদ্রাস্ফীতির হার স্থিতিশীল এবং কম। বাংলাদেশের গড় সর্বোচ্চ মান পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে এটি ১৮.৫ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। কাতারের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মান পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এটি ২০০৯ সালে - ৪.৮৫।



চিত্র ৩: মুদ্রাস্ফীতির হারের বন্টন

৩.৩.২ ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে সম্পর্ক

ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে সম্পর্ক সারণি ৩-এ দেখানো হয়েছে। পিয়ারসন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ ব্যবহার করে পারস্পরিক সম্পর্ক মান গণনা করা হয়েছে। ঋণাত্মক চিহ্নটি নির্দেশ করে যে, ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পাবে। যেহেতু পারস্পরিক সম্পর্ক মান উল্লেখযোগ্যভাবে কম, তাই সম্পর্কটি দুর্বল। সুতরাং, প্রতিটি দেশের জন্য দুর্বল ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে।

সারণি ৩: ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে সম্পর্ক

দেশ	পারস্পরিক সম্পর্ক (ইসলামী ব্যাংক বনাম মুদ্রাস্ফীতির হার)
বাংলাদেশ	- ০.১৪
মালয়েশিয়া	- ০.২১
কাতার	- ০.২২

পিয়রসনের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য হাইপোথিসিস পরীক্ষা: ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হার

নাল ও বিকল্প কল্পনা

- নাল কল্পনা (H_0):

$$\rho = 0$$

অর্থাৎ, দুটি চলকের (ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা ও মুদ্রাস্ফীতির হার) মধ্যে কোনও

সরলরৈখিক সম্পর্ক নেই।

- বিকল্প কল্পনা (H_1):

$$\rho \neq 0$$

অর্থাৎ, দুটি চলকের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সরলরৈখিক সম্পর্ক আছে (দুই-দিকীয় পরীক্ষা)।

তাৎপর্য স্তর নির্ধারণ

- বাছাইকৃত তাৎপর্য স্তর, $\alpha = 0.05$ (৫%)।

পরীক্ষার পরিসংখ্যান বাছাই

t-পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হবে (কারণ নমুনার আকার ছোট, এবং জনসংখ্যার মান জানা নেই)।

পরিসংখ্যানের সূত্র:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

যেখানে,

r = পিয়রসন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ

n = তথ্যের সংখ্যা

সিদ্ধান্ত নেয়ার নীতি

- যদি $p\text{-value} < \alpha$ হয়, তাহলে নাল কল্পনা (H_0) প্রত্যাখ্যান করব।

- যদি $p\text{-value} \geq \alpha$ হয়, তাহলে নাল কল্পনা গ্রহণ করব।

t-মান ও p-value নির্ণয়

সারণী ৪ এ দেশের ভিত্তিতে t-মান ও p-value এর হিসাব দেখানো হল।

সারণী ৪: t-মান ও p-value

দেশ	n	r	t-মান (t)	p-value
বাংলাদেশ	42	-0.144	$t = \frac{-0.1440 \times \sqrt{42-2}}{\sqrt{1 - (-0.1440)^2}} = -0.9204$	0.3631
মালয়েশিয়া	42	-0.210	$t = \frac{-0.2101 \times \sqrt{42-2}}{\sqrt{1 - (-0.2101)^2}} = -1.3591$	0.1817
কাতার	43	-0.218	$t = \frac{-0.2184 \times \sqrt{43-2}}{\sqrt{1 - (-0.2184)^2}} = -1.4328$	0.1595

($n-2$ ডিগ্রীস অফ ফ্রিডমের ওপর ভিত্তি করে p-value হিসাব করা হয়েছে।)

সিদ্ধান্ত

সকল দেশের ক্ষেত্রেই p-value 0.05 থেকে বেশি। সুতরাং, নাল কল্পনা (H_0) প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। অর্থাৎ, ইসলামি ব্যাংকের সংখ্যা ও মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো সরলরৈখিক সম্পর্ক পাওয়া যায়নি।

আমাদের, সমগ্র মানবজাতির, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বিকল্প মুদ্রা ব্যবস্থার প্রয়োজন। যেহেতু বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকিং মুদ্রাস্ফীতির হার রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়, তাই আমাদের আর্থিক স্বাধীনতার জন্য বিকল্প মুদ্রা ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমরা DMAIC পদ্ধতির মাধ্যমে এটি খুঁজে বের করব।

৩.৩.৩ DMAIC পদ্ধতি

DMAIC পদ্ধতি হল বিদ্যমান সমস্যা সমাধান বা উন্নত করার জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পাঁচটি ধাপ রয়েছে: সংজ্ঞায়িত, পরিমাপ, বিশ্লেষণ, উন্নতি এবং নিয়ন্ত্রণ। সমস্যা সমাধানের জন্য ধাপগুলি ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হয়।

সংজ্ঞায়িত

এই পর্যায়ে সমস্যাটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আমাদের গবেষণায়, সমস্যাটি হল "একটি বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা খুঁজে বের করা যা মুদ্রাস্ফীতির হার রোধ করবে।"

পরিমাপ

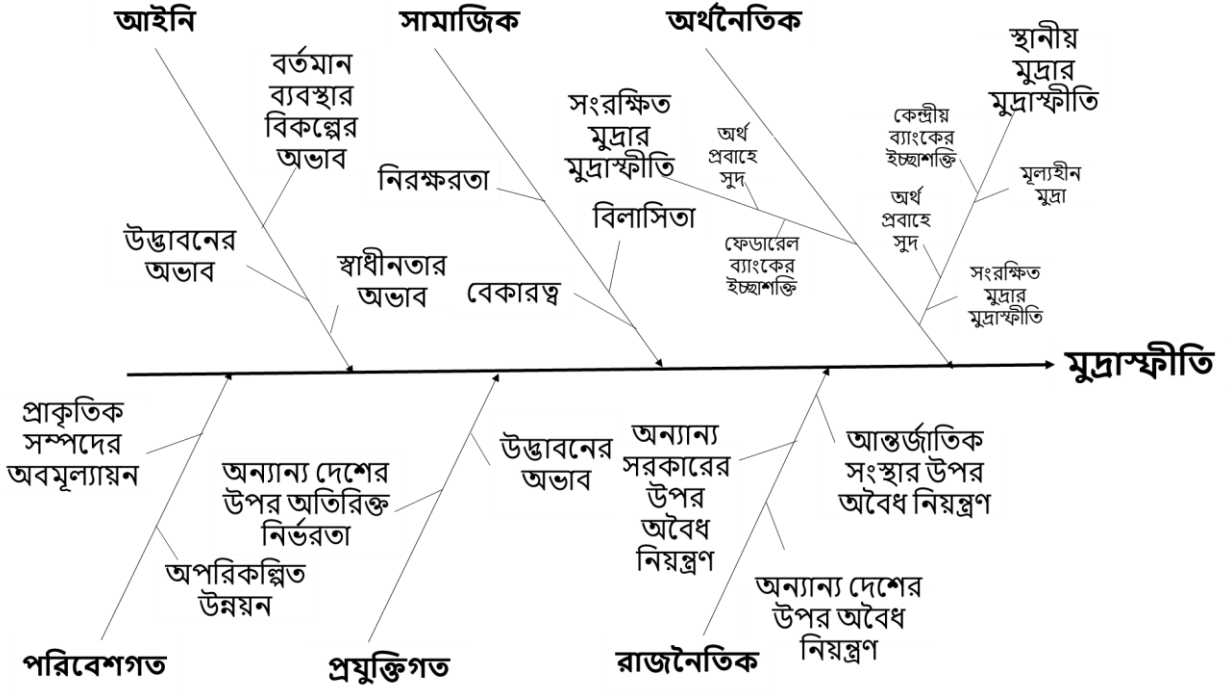
এই পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাটি পরিমাপ করা হয়। আমরা তিনটি ইসলামী দেশের ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেছি এবং তাদের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক খুঁজে পাইনি। গণনাটি ৩.৩.২ বিভাগে দেখানো হয়েছে।

বিশ্লেষণ

এই পর্যায়ে সমস্যার মূল কারণগুলি নির্ধারণ করা হয়। মূল কারণগুলি নির্ধারণের জন্য, আমরা PESTEL কাঠামোকে একীভূত করে ফিশবোন বা কারণ এবং প্রভাব চিত্র ব্যবহার করব।

ফিশবোন বা কারণ ও প্রভাব চিত্র

চিত্র ৪ কারণ ও প্রভাব চিত্রটি উপস্থাপন করে। আমাদের গবেষণায় প্রভাবটি হল মুদ্রাস্ফীতি। আমরা PESTEL কাঠামো অনুসারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত এবং আইনি কারণগুলি নির্বাচন করি। মূল কারণগুলি চিত্র ৪ এ রয়েছে।



চিত্র ৪: কারণ এবং প্রভাব চিত্র

উন্নতি

এই পর্যায়ে মূল কারণগুলির সমাধান খুঁজে বের করা হবে। প্রতিটি মূল কারণের সমাধান সারণী ৫-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫: মূল কারণগুলির সমাধান

ফ্যাক্টর	মূল কারণ	সমাধান
রাজনৈতিক	অন্যান্য সরকারের উপর অবৈধ নিয়ন্ত্রণ	ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন
	অন্যান্য দেশের উপর অবৈধ নিয়ন্ত্রণ	জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন, বিশ্বব্যাপী ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে শক্তিশালী করুন
	আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর অবৈধ নিয়ন্ত্রণ	স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির উপর নজরদারি প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

অর্থনৈতিক	সংরক্ষিত মুদ্রা মুদ্রাস্ফীতি অর্থ প্রবাহে সুদ ফেডারেল/কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইচ্ছাশক্তি মূল্যহীন মুদ্রা	সোনা, হীরা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিস দিয়ে মজুদকে বৈচিত্র্যময় করুন অর্থ সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রতিটি পর্যায়ে সুদ দূর করুন। ইসলামী নীতি দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উন্নয়ন সকল ধরনের মুদ্রার বিপরীতে মূল্য সংযোজন পণ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা
সামাজিক	নিরক্ষরতা বিলাসিতা বেকারত্ব	বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং সকল মানুষকে মুদ্রানীতি সম্পর্কে সচেতন করা যেকোনো ধরনের অপচয়ের বিরুদ্ধে জনগণকে উৎসাহিত করা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা, উদ্যোক্তাকে সমর্থন করা, দক্ষতা প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা
প্রযুক্তিগত	অন্যান্য দেশের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা উদ্ভাবনের অভাব	স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করা, বাণিজ্য অংশীদারদের বৈচিত্র্যময় করা, দেশীয় উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করা, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা, উদ্ভাবনের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা
পরিবেশগত	প্রাকৃতিক সম্পদের অবমূল্যায়ন অপরিকল্পিত উন্নয়ন	মূল্যায়ন নীতি এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা কাঠামোগত নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা কৌশল তৈরি এবং প্রয়োগ করা
আইনি	বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্পের অভাব	নীতিগত বিতর্ক, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সংস্কারের পাইলট উৎসাহিত করা

উদ্ভাবনের অভাব	আইনি প্রক্রিয়া সংস্কার করা, নতুন ধারণার প্রতি উন্মুক্ততা প্রচার করা, উদ্ভাবন-বান্ধব আইন সমর্থন করা
স্বাধীনতার অভাব	ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ

নিয়ন্ত্রণ

এই পর্যায়ে বাস্তবায়িত সমাধানগুলি বজায় রাখা হয়। যেহেতু আমাদের প্রস্তাবিত সমাধানগুলি বাস্তবায়িত হয়নি, তাই নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলীর পরামর্শ দেওয়া আবাস্তব।

অধ্যায় ৪: ফলাফল

বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং কাতারের মতো ইসলামী দেশগুলিতে আমরা ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে দুর্বল নেতিবাচক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছি। ইসলামী ব্যাংকগুলি মুদ্রাস্ফীতির হার বজায় রাখতে অক্ষমতার কারণে, আমরা DMAIC পদ্ধতি ব্যবহার করে বিকল্প ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরামর্শ দিচ্ছি। সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছে ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন করা, মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ঐক্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে শক্তিশালী করার সাথে সাথে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। অর্থনৈতিক কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে সোনার মতো প্রকৃত সম্পদ দিয়ে রিজার্ভকে বৈচিত্র্যময় করা, অর্থ সরবরাহের প্রতিটি পর্যায়ে সুদ নির্মূল করা এবং ইসলামী নীতি দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং নিশ্চিত করা। অতিরিক্ত পদক্ষেপগুলি মুদ্রার মূল্যকে বাস্তব সম্পদের সাথে সংযুক্ত করার, ব্যাপক অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রচার, অপচয় নিরুৎসাহিত করার, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করার, স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করার এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগের উপর জোর দেয়। আইনি ও সামাজিক সংস্কারগুলিও তুলে ধরা হয়েছে, যেমন নীতিগত বিতর্ক পরিচালনা করা, আইন সংস্কার করা, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা এবং কাঠামোগত উন্নয়ন প্রচার করা - সবকিছুই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যায় ৫: আলোচনা

গবেষণায় বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং কাতারের মতো ইসলামী দেশগুলিতে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে একটি দুর্বল নেতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তাত্ত্বিক সুবিধাগুলি - লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি, সুদ (রিবা) নিষিদ্ধকরণ এবং প্রকৃত সম্পদে বিনিয়োগ সহ - সত্ত্বেও, এই অর্থনীতির মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে তাদের বর্তমান কাঠামোর কার্যকারিতা সীমিত। অন্যান্য অঞ্চলের অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণগুলি সমর্থন করে যে ইসলামী ব্যাংকগুলির কেবলমাত্র সম্প্রসারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উল্লেখযোগ্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অনুবাদ করে না, যদিও কিছু সম্পদ-ভিত্তিক এবং ঝুঁকি-ভাগাভাগি পদ্ধতি মুদ্রাস্ফীতিকে কিছুটা বাফার করতে পারে।

এই ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে, আলোচনাটি DMAIC পদ্ধতি - সংজ্ঞা, পরিমাপ, বিশ্লেষণ, উন্নতি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে একটি বিকল্প ব্যাংকিং মডেলের দিকে রূপান্তরকে সমর্থন করে। সমাধানগুলি ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সামগ্রিক রূপান্তরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে: ইসলামী বিধান অনুসারে নেতা নির্বাচন, মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ঐক্য এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার। অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তব সম্পদের মাধ্যমে রিজার্ভকে বৈচিত্র্যময় করবে, সমস্ত আর্থিক লেনদেন থেকে সুদ দূর করবে এবং ইসলামী নীতি দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে বাধ্যতামূলক করবে। অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে মুদ্রার মূল্যকে প্রকৃত সম্পদের সাথে সংযুক্ত করা, অর্থনৈতিক শিক্ষা প্রয়োগ করা, অপচয় নিরুৎসাহিত করা, স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনকে সমর্থন করা।

আইনি ও সামাজিক সুপারিশগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিগত বিতর্ক, আইন সংস্কার, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এই ব্যাপক পরিবর্তনগুলির লক্ষ্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ইসলামী ব্যাংকগুলির ক্রটিগুলি কাটিয়ে ওঠা এবং ন্যায়বিচার, ন্যায়বিচার এবং বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে একটি স্থিতিস্থাপক ব্যবস্থা তৈরি করা।

অধ্যায় ৬: উপসংহার

গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী দেশগুলিতে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা করা এবং DMAIC পদ্ধতি ব্যবহার করে বিকল্প মুদ্রা ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া। আমরা ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে দুর্বল সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছি এবং বিকল্প মুদ্রা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছি। প্রস্তাবিত মুদ্রা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা যেতে পারে।

এই গবেষণার ফলাফল ইসলামী দেশগুলির নীতিনির্ধারকদের তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করবে। যদি দেশগুলি আজ তাদের অধিকার অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে আগামী দিনে মুসলিম দেশগুলি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমাদের গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। প্রথমত, আমরা শুধুমাত্র মুদ্রাস্ফীতির হারকে অর্থনৈতিক পরামিতি হিসেবে বিবেচনা করেছি। তারপর, আমরা এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের কেবল তিনটি দেশ বিবেচনা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যতের গবেষণাগুলি এই ব্যবধান পূরণ করবে।

তথ্যসূত্র

- আল-দীন আতিয়াহ, জামাল. (১৯৮৬). আল বুনুকুল ইসলামিয়াহ বাইনান নাযারিয়াতি অন্তাহ্বীক. রিয়াসাত আল-মাহাকিম আল-শারাইয়াহ ওয়া-আল-শুউন আল-দিনিয়াহ বি-দৌলত. <https://doi.org/s>
- আওরঙ্গজেব, ম. (১৯৮৬)। *ফতোয়া আলামগীরী* (১ম খণ্ড, সংস্করণ ১ম, পৃ. ২৯)। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- মারগিনানী, আলী ইবন আবু বকর. (১৯৮৫)। *হেদায়া* (খণ্ড ১)। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- Oxford University Press. (2017). Definition of interest in English. English Oxford Living Dictionaries. <https://web.archive.org/web/20171227104510/https://en.oxforddictionaries.com/definition/interest>
- পাটোয়ারী, মোহাইমিন. (২০২২). বাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য (১ম সংস্করণ). ঢাকা: *ঐতিহ্য*. ISBN 978-984-7765489.
- কোসওয়ারা, এ. (২০২৪)। ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সে প্রবণতা পূর্বাভাস: গুগল ট্রেন্ডস এবং এআই ব্যবহার করে একটি বিগ ডেটা বিশ্লেষণ। *জার্নাল অব সাসটেইনেবল ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস অ্যানালিটিস*, ২(২), ১৫০–১৬৫।
- ফিত্রি, এ., লিভা, আর., এবং জুলভিয়ানতি, এন. (২০২৫)। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ইসলামী মুদ্রানীতির মূল্যায়ন: ইন্দোনেশিয়া ২০১৯-২০২৪। *ইকোপ্ল্যান*, ৮(১), ৭৩–৭৯।
- ফরহাত, এ., হিলি, এ. এবং গ্যানন, আই. (২০২৫)। “সংকটের সময় ইসলামী আর্থিক কর্মদক্ষতা: একটি বিলিওমেট্রিক মানচিত্র ও পদ্ধতিগত সাহিত্য পর্যালোচনা।” *জার্নাল অব কিং আবদুলআজিজ ইউনিভার্সিটি ইসলামিক ইকোনমিক্স*, ৩৮(২), নিবন্ধ ৪।
- বাইগ, আই. এইচ. (২০২১)। ইসলামী ব্যাংকিং গ্রহণের ভিন্ন প্রভাব। *সায়েন্সডিরেক্ট*
- মেহমুদ, কে., লেস, এন., এবং ওগানিসজানা, কে. (২০২৫)। ইসলামী ও প্রথাগত ব্যাংকিংয়ে কার্যক্রম নীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ। *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স রিসার্চ*, ১৩(১), ১–১৩।
- রমাধান, আর. এ., ইউলিয়ানা, ই., এবং উইসনুনা, ই. ই. (২০২৫)। ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী মুদ্রানীতির ভূমিকা নিয়ে একটি পদ্ধতিগত সাহিত্য পর্যালোচনা। *জার্নাল অব ইসলামিক ইকোনমিকস*,

ম্যানেজমেন্ট, অ্যান্ড বিজনেস, ৭(২), ২৩৫–২৫৬।

ওরহান, জে. এইচ., জাহির, এস., এবং কাজাজ্জি, এফ. (২০২৩)। বর্তমান সুদ-মুক্ত মুদ্রানীতি উপকরণের মূল্যায়ন এবং একটি নতুন প্রস্তাবনা: মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও বাহরাইনের উদাহরণের মাধ্যমে তুরস্কের কেস স্টাডি। *কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ ইন ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটস*

সভন, জে. (২০২৫)। ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়ন ও মুদ্রাস্ফীতি: দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে প্রায়োগিক প্রমাণ। *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইনোভেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডিজ*, ৮(৪), ২৬০৯–২৬১৭।

বাইতা, এ. জে., উমর, ইউ. এইচ., এবং শাওয়াই, জে. এস. (২০২৪)। ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক উন্নয়ন: একটি আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণ। *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ইকোনমিকস অ্যান্ড ফাইন্যান্স (IJIEF)*, ৭(২), ১৪৩–১৫৯।

ফারাহ, এ. এ. (২০২৫)। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব: একটি পদ্ধতিগত পর্যালোচনা। *ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ অব অ্যাপ্লাইড ইকোনমিকস*

বাসরি, আই. আই. (২০২৫)। ইসলামী ব্যাংকিং ও মুসলিম অর্থনীতির উন্নয়ন: এর ভূমিকা ও সম্ভাবনার বিশ্লেষণ। *জার্নাল অব ইসলামিক বিজনেস ইকোনমিকস অ্যান্ড শারিয়া ট্যুরিজম*, ১(১), ১–৭। এডুমিডিয়া সলিউশন, ইন্দোনেশিয়া।

সালিম, এ., সেতিয়াওয়ান, বি., বারচি, জে., এবং সাগি, জে. (২০২১)। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন: ইসলামী ঋণ ও ইসলামী ইকুইটি বাজারের বিশ্লেষণ। *সাসটেইনেবিলিটি*, ১৩(১৫), ৮৩১৯।

ওমর, বি., আবদুকিক, এ., এবং খান, এ. এফ. (২০২৫)। ইসলামী ফাইন্যান্স এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব: একটি পদ্ধতিগত সাহিত্য পর্যালোচনা। *জার্নাল অব ইসলামিক বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট*, ১৫(১), ১০০–১১৪।

পরিশিষ্ট ক: ডেটাসেট

Year	Country	No. of Islamic Banks	Inflation Rate (%)
1983	Bangladesh	1	8.49
1984	Bangladesh	1	7.88
1985	Bangladesh	1	18.5
1986	Bangladesh	1	8.25
1987	Bangladesh	2	10.65
1988	Bangladesh	2	9.51
1989	Bangladesh	2	6.62
1990	Bangladesh	2	6.67
1991	Bangladesh	3	8.75
1992	Bangladesh	3	4.7
1993	Bangladesh	3	2.44
1994	Bangladesh	3	3.45
1995	Bangladesh	4	8.92
1996	Bangladesh	4	6.67
1997	Bangladesh	4	2.51
1998	Bangladesh	4	7
1999	Bangladesh	4	6.24
2000	Bangladesh	5	2.8
2001	Bangladesh	5	1.94
2002	Bangladesh	5	2.8
2003	Bangladesh	5	5.4
2004	Bangladesh	5	6.11
2005	Bangladesh	6	7.03
2006	Bangladesh	6	6.81
2007	Bangladesh	6	9.11
2008	Bangladesh	6	8.89
2009	Bangladesh	7	5.41
2010	Bangladesh	7	8.14

2011	Bangladesh	7	10.7
2012	Bangladesh	7	6.62
2013	Bangladesh	8	7.54
2014	Bangladesh	8	7.35
2015	Bangladesh	8	6.41
2016	Bangladesh	8	5.51
2017	Bangladesh	8	5.44
2018	Bangladesh	9	5.78
2019	Bangladesh	9	5.59
2020	Bangladesh	9	5.69
2021	Bangladesh	10	5.55
2022	Bangladesh	10	7.7
2023	Bangladesh	10	9.02
2024	Bangladesh	10	9.92
1983	Malaysia	1	3.6
1984	Malaysia	1	3.8
1985	Malaysia	1	0.3
1986	Malaysia	1	0.7
1987	Malaysia	1	0.2
1988	Malaysia	1	2.62
1989	Malaysia	1	2.74
1990	Malaysia	2	2.64
1991	Malaysia	2	4.42
1992	Malaysia	2	4.74
1993	Malaysia	2	3.57
1994	Malaysia	2	3.68
1995	Malaysia	3	3.41
1996	Malaysia	4	3.49
1997	Malaysia	5	2.66
1998	Malaysia	6	5.27
1999	Malaysia	7	2.73

2000	Malaysia	8	1.56
2001	Malaysia	9	1.42
2002	Malaysia	10	1.82
2003	Malaysia	11	1.1
2004	Malaysia	12	1.45
2005	Malaysia	13	3.05
2006	Malaysia	14	3.61
2007	Malaysia	15	2.03
2008	Malaysia	16	5.44
2009	Malaysia	16	0.58
2010	Malaysia	16	1.71
2011	Malaysia	16	3.2
2012	Malaysia	16	1.66
2013	Malaysia	16	2.11
2014	Malaysia	16	3.14
2015	Malaysia	16	2.09
2016	Malaysia	16	2.09
2017	Malaysia	16	3.8
2018	Malaysia	16	1.03
2019	Malaysia	16	0.66
2020	Malaysia	16	-1.14
2021	Malaysia	16	2.48
2022	Malaysia	16	3.38
2023	Malaysia	16	2.45
2024	Malaysia	16	2
1982	Qatar	1	8.19
1983	Qatar	1	7.82
1984	Qatar	1	6.61
1985	Qatar	1	5.94
1986	Qatar	1	3.87
1987	Qatar	2	5.61

1988	Qatar	2	3.35
1989	Qatar	2	2.56
1990	Qatar	2	2.02
1991	Qatar	2	4.93
1992	Qatar	2	5.55
1993	Qatar	2	3.47
1994	Qatar	2	1.09
1995	Qatar	2	1.56
1996	Qatar	2	2.78
1997	Qatar	2	6.17
1998	Qatar	3	2.58
1999	Qatar	3	2.15
2000	Qatar	3	1.73
2001	Qatar	3	1.39
2002	Qatar	3	0.21
2003	Qatar	3	2.32
2004	Qatar	3	6.79
2005	Qatar	3	8.81
2006	Qatar	4	11.77
2007	Qatar	4	13.76
2008	Qatar	4	15.05
2009	Qatar	4	-4.86
2010	Qatar	4	-2.43
2011	Qatar	4	1.92
2012	Qatar	4	1.85
2013	Qatar	4	3.09
2014	Qatar	4	3.35
2015	Qatar	4	1.84
2016	Qatar	4	2.68
2017	Qatar	4	0.4
2018	Qatar	4	0.21

2019	Qatar	4	-0.61
2020	Qatar	4	-2.51
2021	Qatar	4	2.3
2022	Qatar	4	4.86
2023	Qatar	4	3.24
2024	Qatar	4	1.5